জিহাদের বরকতময় কাফেলার যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

সপ্তম পরামর্শ
মুজাহিদিনের একতাকে সুদৃঢ় করুন

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

যুবকদের প্রতি পরামর্শ

সপ্তম পরামর্শ

মুজাহিদিনের একতাকে সুদৃঢ় করুন

মূল

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি

(হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আহসান

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ মানসুর

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।”
সূরা নিসা : ১০০

সপ্তম উপদেশ : মুজাহিদিনের একতাকে সুদৃঢ় করুন

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। [সূরা আল-ইমরান: আয়াত ১০৫]

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমার সপ্তম উপদেশ হলো, জামাআতবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখুন। নিজেদের মাঝে একতার বন্ধন নির্মাণ করুন। এমন সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, যা মুজাহিদিনকে বিভক্ত করতে পারে, মুজাহিদিনের মাঝে মতানৈক্যকে উসকে দিতে পারে । প্রিয় ভাই আমার, মুজাহিদদের জন্য ঘাড়ের বোঝা না হয়ে বরং সহযোগিতার উৎস হিসেবে হাজির হোন। মুজাহিদিনকে একে-অপরের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার এবং তাদের সারিকে দৃঢ় করার মেহনত করতে থাকুন। তাদের বাণীগুলোকে সংকলন করার পেছনে মেহনত করুন। এমন একজন হোন, যে মুসলিমদের উৎসাহ দেবে মুজাহিদদের ভালোবাসতে এবং তাদেরকে উপস্থাপন করবে চমৎকার ধাঁচে।

অন্যদিকে এমন কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখুন যা মুজাহিদিনের ঐক্যকে বিনাশ করবে, অনৈক্য ডেকে আনবে কিংবা তাদের সারিকে বিভক্ত করে শত্রুতার জন্ম দেবে।
এমন যে-কারো থেকে সাবধান থাকবেন, যারা মুজাহিদিনের মাঝে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে। পাশাপাশি তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিন। আর নিজের অজান্তেই জিহাদের শত্রুতে পরিণত হবেন না, যদিও আপনার মুখে থাকে জিহাদ-মুজাহিদদের প্রতি মুহাব্বাতের স্লোগান। যে বিজয়ের আকাঙক্ষা লালন করেন, ঐ পথে আপনার কাজই যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য

রাখুন; কেননা বিভক্তি-বাদানুবাদই মূলত পরাজয়ের গ্লানি ডেকে আনে। দ্বন্দ্ব-কলহই বিজয়ের পথে বড়ো বাধা প্রিয় ভাই। আর আপনারা জানেন, ক্ষুদ্র অগ্নিকণা থেকেই বিশাল আগুনের দাবানল জ্বলে ওঠে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

“আর কাফেররা যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না।” [সূরা আনফাল : আয়াত ৫৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।” [সূরা আল-ইমরান : আয়াত ১০৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তোমাদের মাঝে তিনটি জিনিসকে পছন্দ করেন, তিনটিকে অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন যেন তোমরা তাঁর ইবাদত করো ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করো; আর সকলে মিলে আল্লাহর রশি ধরে রাখো ও বিভক্ত না হও; এবং যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের নেতা বানিয়েছেন, তাদেরকে নসিহত প্রদান করো।” [মুসলিম]

জেনে রাখুন প্রিয় ভাই, মুসলিমদের একতার মাঝে আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে, আর অনৈক্যের মাঝে রয়েছে আল্লাহর আজাব। আর অবশ্যই, শেয়াল সেই একাকী ভেড়াকেই আক্রমণ করে যে নিজের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।